দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 8 MAR 1988
পৃষ্ঠা 7 কলাম 3

005

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে—

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭শে মার্চ।—বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) এবং ৯টি হল সংসদ-এর ত্রয়োদশ নির্বাচন ৮৯ অনুষ্ঠানের আর মাত্র ১০ দিন বাকি। এখন নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে। সব কিছু ছাপিয়ে ক্যাম্পাসের সর্বত্র এবং ময়মনসিংহ শহরের কলেজ ও স্কুলসমূহেও বাকসু নির্বাচনের বাতাস বইছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং হলসমূহের ডাইনিং, কেন্টিন, টিভি রুম, কমনরুম থেকে প্রার্থীদের আবেগ উত্তেজনা এখন ছাত্রদের কক্ষে কক্ষে নির্বাচনী উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের কাছে প্রার্থী ও সমর্থকদেরকে ভোটের আশায় ধর্না দিতে দেখা যাচ্ছে। অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি ও বাসায় গিয়েও প্রার্থীরা ভোট চাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের অভিভাবক, পিতা মাতা, ভাই ও বোনকে পর্যন্ত বলছেন তারা। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রার্থীদের ব্যস্ততা ততই বাড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে নির্বাচনী তৎপরতার অভিনব ফন্দি-ফিকির। আসন্ন বাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, হল চত্বর, গেট ও রাস্তাসমূহে বিচিত্র সাজসজ্জা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রঙ-বেরঙের ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার ও আলপনায় ছেয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা প্যানেল পরিচিতি দলীয় স্লোগান এবং বাকসু নির্বাচনী অঙ্গিকার দিয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে গড়ে তোলা হয়েছে প্রাণ চঞ্চল এক নতুন ভূমিতে। সবাই চাচ্ছেন ব্যানার পোস্টার এবং ফেস্টুনের বর্ণোজ্জ্বল ছটায় ভোটার ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। বিচিত্র স্লোগান আর মিছিলে মিটিং-এ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে দলীয় আদর্শ এবং নির্বাচনী অঙ্গিকার ছড়িয়ে দিতে।

আবাসিক হলসমূহ এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেজেছে বিচিত্র সাজে। বাহ্যিক রূপ এদের পাল্টে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে। ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক যোগাযোগ, সংভাব এবং সৌজন্য বেড়েছে কয়েকগুণ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহ এবং টিএসসি ক্যান্টিনে আপ্যায়ন বেড়েছে। সাধারণ এবং নিরপেক্ষ ছাত্রছাত্রীরাও জড়িয়ে পড়ছেন নির্বাচনের সঙ্গে।

বাকসু নির্বাচনের এ ভোটযুদ্ধ এবার এসেছে সুদীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে। ছাত্রছাত্রীরা আশির দশকে এবারই নির্বাচনের প্রথম আস্বাদ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ক্লাস এবং পরীক্ষার ধরাবাধা রুটিন উপেক্ষা করে অনেককেই এখন দেখা যাচ্ছে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবনে এই বাকসু নির্বাচন হয়তো বয়ে আনবে ভবিষ্যৎ পেশাভিত্তিক আন্দোলনের এক নতুন দিক নির্দেশনা।